আড়ং

বিশ্বরঙ

ফ্যাশন হাউজে ঈদের আমেজ

বছর ঘুরে এলো ইসলাম ধর্মালম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর। ৩০ দিন সিয়াম সাধনা করে মানুষ উৎসবে মেতে উঠে। নতুন জামা কাপড় থেকে শুরু করে খুঁটিনাটি কোনো কিছুই বাদ থাকে না। ঈদের এই সময়টা শুধু মুসলমান না সবাই জাতিভেদ ভুলে নিজের মতো করে উদ্‌যাপন করে। ঢাকায় জমে উঠেছে ঈদ কেনাকাটা। সবার চাহিদা মেটাতে নিজেদের নতুন করে সাজায় দেশের স্বনামধন্য সব ফ্যাশন হাউজগুলো। প্রতি বছর নতুন নতুন ডিজাইন ও ট্রেন্ডি পোশাকের কালেকশন আনা হয় ঈদকে কেন্দ্র করে। এবারের ঈদ আয়োজনে কী থাকছে ফ্যাশন হাউজগুলোতে তা নিয়ে **ময়ূরাক্ষী সেনের** প্রতিবেদন।

আড়ং: প্রতি বছরের মতো আড়ং এবারও এনেছে তাদের নজরকাড়া সব কালেকশন। দেশি পোশাকপ্রেমীদের ভিড় দেখা যায় আড়ংয়ে। আড়ং চেষ্টা করেছে সবার সাধ্যের কথা চিন্তা করে পোশাকের দাম রাখতে, যাতে সবাই তাদের পছন্দ অনুযায়ী পোশাক বেছে নিতে পারে। আড়ং সুতির কাপড়কে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। সালোয়ার কামিজ, পাঞ্জাবি, টপস, বাচ্চাদের পোশাক ও শাড়িসহ হরেক রকমের পোশাক রয়েছে। যারা ওয়েস্টার্ন পরতে ভালোবাসে কিন্তু দেশি ঐতিহ্য ধরে রাখতে চায় তারা আড়ং থেকে টপস কিনছে। কামিজে এবার তারা রাউন্ড ড্রেসকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। মসলিন শাড়িতে ফুল লতা পাতা মোটিফ রাখা হয়েছে। আড়ং এবার উজ্জল রঙের পোশাকের উপর বেশি কাজ করেছে। পাঞ্জাবি কালেকশনে বেশিভাগ একরঙা পাঞ্জাবি দেখা যাচ্ছে। ছোটদের পোশাকেও করা হয়েছে নানা রকম নকশা। তেজগাঁও আড়ং ঘুরে কথা হয় একজন ক্রেতার সাথে। তিনি জানান, ছোটবেলা থেকে তিনি আড়ংয়ে কেনাকাটা করছে। আড়ং তার পছন্দের তালিকায় প্রথম কারণ আড়ং ফ্যাশনের পাশাপাশি আরামকেও প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

বিশ্বরঙ: ঈদ আয়োজনে বিশ্বরঙ বরাবরই নতুন টেন্ড নিয়ে কাজ করে থাকে। এ বছর ঈদে বিশ্বরঙ নিয়ে এসেছে প্যাটার্নের ভিন্নতা। বিভিন্ন নকশার পাশাপাশি মোটিফ হিসেবে প্রজাপতির ডানা, কাপড়ের ফুল, টুনটুনি পাখি, এমন আরও অনেক কিছু ব্যবহার করা হয়েছে পোশাকগুলোতে। তারা গরম আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখেও পোশাক তৈরি করেছে যাতে সবাই ফ্যাশনের পাশাপাশি আরামের সাথে পোশাক ব্যবহার করতে পারে। তাই সুতিকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এছাড়া সুতির পাশাপাশি রয়েছে ধুপিয়ান সিল্ক, জয় সিল্ক, তসর সিল্ক, সফট সিল্ক, কাতান ছাড়াও বিভিন্ন রকম অর্নামেন্টেড কাপড়। অনেক রকম কাজের সঙ্গে থাকছে এম্ব্রয়ডারি, জারদৌসী, কারচুপি, কাটওয়ার্ক, স্ক্রিন প্রিন্টসহ মিশ্র মাধ্যমের নিজস্ব বিভিন্ন কৌশল। রঙে তারা মেরুন, লাল, রয়েল ব্লুকে প্রাধান্য দিয়েছে। এছাড়া থাকছে কন্ট্রাস্ট কালারের পোশাক।

কে ক্র্যাফট: ঈদকে ঘিরে বরাবরের মতো এবারও নতুন ডিজাইনের পোশাকের পসরা সাজিয়েছে কে ক্র্যাফট। পহেলা বৈশাখ ও ঈদ যেহেতু কাছাকাছি তাই মোটিফ এবং প্রিন্টের ডিজাইনগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে ডিজাইন, রঙ, প্যাটার্নগুলো বৈশাখ ও ঈদ এই দুইকেই সমানতালে ফুটিয়ে তুলবে। আর পোশাকে এথনিক, ট্র্যাডিশনাল এবং ফিউশনের বাহারি কাজ করা হয়েছে। ঈদ কালেকশনে এবার রয়েছে শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, লং কুর্তি, রেগুলার কুর্তি, কাফতান, টিউনিক এবং টপস-স্কার্ট। আর ছেলেদের জন্য রেগুলার ও ফিটেড পাঞ্জাবি, শার্ট, পলো, কটি এবং শার্ট। কটন, লিনেন, সিল্ক, হাফ

সিল্ক, টু-টোন কাপড়ের তৈরি পোশাকগুলোতে নকশায় ব্যবহার করা হয়েছে এমব্রয়ডারি, স্ক্রিনপ্রিন্ট, ব্লকপ্রিন্ট, ডিজিটাল প্রিন্ট, হাতের কাজ এবং টাই-ডাই মিডিয়া।

অঞ্জন'স: অঞ্জন'স সবসময় তাদের কালেকশনে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার ছোঁয়া রাখে। এবার জামদানি, কাঁথা, কলকা, ফুলকারিসহ বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক ও ফুলেল মোটিফের পোশাকের প্যাটার্ন ও নকশায় চলমান ট্রেন্ড অনুসরণ করেই প্রস্তুত করা হয়েছে বৈচিত্র্যময় সব পোশাক। কটন, লিনেন কটন, জর্জেট, সিল্ক, এন্ডি কটনসহ নতুন ধরনের উইভিং ডিজাইনের কাপড় দিয়ে পোশাকগুলো তৈরি করা হয়েছে। মেয়েদের জন্য কামিজ, বাহারি নকশার ওড়না, শাড়ি, বিভিন্ন ধরনের টপস ইত্যাদি। পাঞ্জাবি-পায়জামা, শার্ট, টি-শার্ট ও শেরওয়ানি রয়েছে ছেলেদের জন্য। শিশুদের জন্য রয়েছে শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, ফ্রক, পাঞ্জাবি, শার্ট ও ফতুয়া। পোশাক ছাড়াও গহনা, হোম টেক্সটাইল ও গিফট আইটেমের নতুন কালেকশন।

ক্যাটস আই: ছেলেদের ফরমাল পোশাকের জন্য ক্যাটস আইয়ের বেশ নাম রয়েছে। ঈদকে ঘিরে তারা নিয়ে এসেছে নতুন সব কালেকশন। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মিশেলে নিজস্ব ডিজাইনে থাকছে পাঞ্জাবি ও মেন্ডারিন ভেস্ট। পাঞ্জাবির কালার আর প্ল্যাকেটেও থাকছে ভিন্নতা। ঈদের পোশাক যেন সারাবছরই সাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করা যায় তাই শার্ট, পলো, বটমেও ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রিন্টেট, স্ট্রাইপ ও জ্যাকার্ড প্রাধান্য পেয়েছে শার্টের ক্যানভাসে। মেয়েদের জন্য লং টপস সহ সবকিছুতেই আভিজাত্যের পাশাপাশি কাট থাকছে নিরীক্ষাধর্মী। নেকলাইনে বৈচিত্র্য, কারচুপি কাজে ভ্যালু এডিশন, ওভারসাইজ সিলুয়েট, নরম কাপড় এবং আরও প্লেফুল কালারের অন্তর্ভুক্তি থাকবে ঈদের এসব কালেকশনে।

লা রিভ: জনপ্রিয় পোশাক ও অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠান লা রিভ। ঈদকে ঘিরে পুরুষদের জন্য রয়েছে সেমি লং ও শর্ট পাঞ্জাবি। বিভিন্ন ধরনের পায়জামা, টি-শার্ট, ট্রাউজার, ফরমাল শার্ট-প্যান্ট এবং বক্সার। নারীদের জন্য রয়েছে শাড়ি, সালোয়ার কামিজ সেট, সিঙ্গেল কামিজ, লং ও মিডি টিউনিক, গাউন, টপস, শার্ট ও আবায়া সেট। থাকছে ম্যাচিং পালাজ্জো, কুলোটস প্যান্টস, লেগিংস, স্কার্ট ও প্যান্টস। ছোটদের জন্যও লা রিভে রয়েছে কিডস কর্নার। সিল্ক, হাফ সিল্ক, মসলিন, অরগাঞ্জা, ক্রেপ, সাটিন, জ্যাকার্ড, মার্সেরাইজড কটন, ভিসকোস, ইন্ডি ও প্রিমিয়াম কোয়ালিটি কটন দিয়ে বোনা হয়েছে লা-রিভের ঈদের পোশাক। ঢাকার বনশ্রী, ধানমন্ডি, মিরপুর, উত্তরা, ওয়ারী, বেইলি রোড, যমুনা ফিউচার পার্ক, পুলিশ প্লাজা কনকর্ড এবং বসুন্ধরা সিটি শপিংমলসহ লা রিভ আউটলেট রয়েছে নারায়ণগঞ্জ ও সিলেটে।

অঞ্জন'স

নগরদোলা: নগরদোলা এইবার ঈদ কালেকশনে বৈচিত্র্যময় নকশার পোশাক রেখেছে। নগরদোলা এবারের ঈদের পোশাক সম্ভার সাজিয়েছে যুগোপযোগী ফ্যাশনের অলংকরনের মাধ্যমে। এ বছরের ফ্যাশন ট্রেন্ডের মধ্যে রয়েছে প্যাচওয়ার্ক, লেসের ব্যাবহার, লং-কামিজ, আনারকলি ঘের ডিজাইন, পালাজো প্যাটার্ন পায়জামা ইত্যাদি। নগরদোলার নিজস্ব ডিজাইন ইউনিটের এসব প্যাটার্ন নান্দনিক ও বর্ণিলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রতিটি পোশাকে। পোশাকগুলো আরামদায়ক কাপড়ে তৈরি। যাতে সারাদিন পরে থাকলেও কারো অস্বস্তি বোধ না হয়। তাই কটন কাপড়ের প্রধান্য থাকছে। সাথে বলাকা সিল্ক, জয়শ্রি সিল্ক, ধুপিয়ানের পাশাপাশি লিলেন কাপড়কেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

লা রিভ

টাঙ্গাইল শাড়ি কুটির: ঈদ আসলে শাড়ি কেনার ধুম পড়ে যায়। অনেকেই ঈদের এই বিশেষ দিনে শাড়ি পরতে ভালোবাসে এবং শাড়ি উপহার দিয়ে থাকে। তাই টাঙ্গাইল শাড়ি কুটির সেজে নতুন সাজে। ঈদ সাধারণত মানুষ হালকা রঙের শাড়ি পরে থাকে তাই সুতি ও হাফ সিল্ককে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কালারের মধ্যে রয়েছে আকাশি, অফ হোয়াইট, হালকা গোলাপি ইত্যাদি। যেকোনো আয়োজনে মনিপুরি শাড়ির কদর সবসময় থাকে তাই কালেকশনে রয়েছে মনিপুরি শাড়ি। এছাড়া জামদানি, মসলিন, সিল্ক, কাতান শাড়ি রয়েছে। টাঙ্গাইল শাড়ি কুটিরের প্রতিষ্ঠাতা মনিরা ইমদাদ বলেন, 'যেকোনো উৎসবে শাড়ির চাহিদার কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তাই সবার চাহিদার কথা মাথা রেখে আমরা নতুন ডিজাইনের কালেকশন এনেছি! আর দামও রাখা হয়েছে সাধ্যের মধ্যেই।'

পিজিয়ন: সামার এবং ঈদ পাশাপাশি রেখে পিজিয়ন তাদের এবারের কালেকশন সাজিয়েছে। ঈদ উপলক্ষ্যে দেশি ঢঙে ওয়েস্টার্ন থিম নিয়ে নতুন ডিজাইনের টি-শার্ট নিয়ে এসেছে ফ্যাশন হাউস পিজিয়ন। রঙ ও ডিজাইনে বৈচিত্র্যে ভরা টি-শার্ট ছাড়াও রয়েছে পলো শার্ট। দেশি ব্র্যান্ডের মধ্যে ফ্যাশন হাউস পিজিয়ন-ই একমাত্র ব্র্যান্ড যারা দেশি মার্কেটে কার্টুন ক্যারেক্টার এবং ওয়েস্টার্ন থিম নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ করে আসছে। রঙ ও ডিজাইনে বৈচিত্র্যে ভরা টি-শার্ট ছাড়াও রয়েছে পলো। ঢাকা নিউ মার্কেট, নুরজাহান মার্কেট, ধানমন্ডির বিভিন্ন শপিংমল, আজিজ মার্কেট, বসুন্ধরা সিটি, উত্তরা, বনানী, মিরপুরসহ ঢাকা শহরের প্রায় প্রতিটি মার্কেটে এবং সারা দেশের বিভিন্ন জেলা শহরের মার্কেটগুলোতে রয়েছে পিজিয়নের ডিলার।

স্বনামধন্য এইসব ফ্যাশন ব্রান্ড ছাড়া ঈদের কেনাকাটা জমে উঠেছে অনলাইন ভিত্তিক পেইজগুলোতে। কিছু ক্রেতাদের সাথে কথা বলে জানা যায় তারা অনলাইনে কেনাকাটা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ব্যস্ততার জন্য অনেকের সময় হয় না ফ্যাশন হাউজ ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করার। তাই ঘরে বসেই তারা পছন্দের পোশাক বা যেকোনো অনুষঙ্গ অনলাইনে অর্ডার করে দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে সবাই চেষ্টা করে বিশ্বাসযোগ্য কোনো পেইজ থেকে কেনার জন্য যাতে গুণগত মান ভালো থাকে। বিশ্বাস ও গৌরবের সাথে অনলাইন মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে কিছু পেইজ যেমন খুঁত, তায়সা, নীলারণ্য, পিনন, কারুশালা, কইন্যা, পালকি। এখন অনলাইনের মাধ্যমে কেনাকাটার জনপ্রিয় হওয়ায় বড় ফ্যাশন হাউজগুলোও বাড়িতে বসে অর্ডার দেয়ার সুযোগ দিচ্ছে।